ডারউইনডেতে ভিন্নমতের শুভেচ্ছা

-বিপ্লব

মুক্তমোনার ডারউইনডে উদযাপন দ্বিতীয় বছরে পড়ল- আজ থেকে শতবর্ষ পড়ে বাংলা জাতিগোষ্ঠির ইতিহাস (হয়ত তখন বিবর্তনের পথে বাংলাভাষাটাই থাকবে না!) যখন রচনা করা হবে, আমি খুব আশাবাদি মুক্তমোনার এই বাংলা ডারউইনডে এক ভাষাগোষ্ঠির উত্তরোনের উজ্জ্বল মাইলফলক হিসাবে লেখা হবে।

ধর্ম আমাদের আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটানোর এক সাংস্কৃতিক বিবর্তনজাত প্রোডাক্ট-আধ্যাত্মিক চাহিদা মানে ভূত প্রেত নয়, আমি বলছি আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মানুসন্ধানের কথা। আমি কে এবং জীবনের উদ্দেশ্য কি-এই দুটি প্রশ্ন আমাদের চলার পথে, দিক নির্দেশনার পথে অত্যন্ত মৌলিক প্রশ্ন। মানুষ যুগে যুগে এর উত্তর খুঁজেছে ভাববাদে-যার পোষাকি নাম ধর্ম।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ শুধু এই কারণেই সবথেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ -এখানেই পাওয়া যাবে আমাদের মৌলিক দুই প্রশ্নের বিজ্ঞানসমর্থিক, প্রমান সমর্থিত উত্তর। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'আমি' এর পরম সত্ত্বা দেহ বা মন নয়-আমার জেনেটিক কোডই আমার চূড়ান্ত অস্তিত্ব। আমার দেহ এবং মনের প্রতিনিয়ত জন্ম মৃত্যু হচ্ছে-কিন্তু জেনেটিক কোড অপরিবর্তনশীল। এই সামান্য উপলব্ধি থেকে জীবনের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার ভাবে প্রকৃতি আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ কোন সন্দেহ নেই ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য রোগমুক্ত, যুদ্ধমুক্ত এক সমৃদ্ধ পৃথিবী রচনা করা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য-কারণ তবেই নিরাপদ হবে আমাদের জেনেটিক কোড যা বহন করবে আমাদের বংশধররা।

অথচ সৃষ্টিবাদিরা দাবি করে ডারউইনবাদ মানবসভ্যতার জন্য ভয়ঙ্কর! আমরা ঈশ্বরের সন্তান নই-আমাদের জন্ম বিবর্তনের পথ ধরে এটা জেনে গেলে নাকি আমরা যাখুশী করে বেড়াবো-কারণ তখন আমরা জানবো আমাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই!!! এর থেকে হাস্যকর দাবী আর কিছু হয় না। সত্য হল এটাই বিবর্তনের পথে চিন্তা করলেই জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য বেড়িয়ে আসে-এবং সেটা হল আমাদের সন্তানসন্ততিদের ঠিকঠাক মানুষ করা তথা তাদের পৃথিবী যাতে যুদ্ধমুক্ত, দুর্ভিক্ষমুক্ত হয়, তার জন্য এক সমৃদ্ধ সমাজের জন্ম দেওয়া।

ধার্মিক ব্যক্তিদের অনেকেই বলবেন, কোন ধর্ম কি এর থেকে পৃথক কিছু বলে? হয়তো বলে না। কিন্তু একটু ফিরে তাকান! তীর্থস্থান দর্শন, হজ করতে যাওয়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া বা পূজো করার সাথে সন্তান মানুষ করার সম্পর্ক কোথায়?? ভবিষ্যত সমাজের সমৃদ্ধির কি উন্নতি হয় এতে? এইসব ধর্মাচারন আত্মবঞ্চনার বেশী আর কি হতে পারে?

আসলে বিবর্তনের শিকড় যত গভীরে প্রথিত হচ্ছে ধর্মের ভিত তত দুর্বল হচ্ছে। মানুষ যদি বিবর্তনবাদের মধ্যে দিয়ে জীবনের এই সহজ সরল সত্যটি উপলব্ধি করে, ধর্ম তৎক্ষণাৎ তার প্রয়োজন হারায়।

ঈশ্বর বা কোন ধর্ম নয়, আত্মোপলব্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় বিবর্তনের বিজ্ঞানকে আরো গভীর ভাবে বোঝা। মুক্তমোনার এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কালোত্তীর্ণ হৌক!

ক্যালিফোর্নিয়া ২/১১/০৭